

বাংলাদেশের কাটা মুণ্ডু আর ভয়ঙ্কর অসুস্থ আমরা

অনেক আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম এক এক্সপেরিমেন্টে নাকি দেখা গেছে যে একটা ব্যাঙকে যদি একটা পানি ভর্তি পাত্রে রেখে খুবই আস্তে আস্তে পানির তাপমাত্রা বাড়ানো হয় (স্নো- বয়েল), সে নাকি সেদ্ধ হয়ে মরে না যাওয়া পর্যন্ত নিজের বিপদ বুঝতে পারে না, তাপমাত্রা বৃদ্ধিটা আস্তে আস্তে সাথে নিতে থাকে। আমাদেরও কি ওই ব্যাঙের মত অবস্থা? আমরাও কি চরম অবক্ষয়ি চরম নৈরাজ্যকর রাজনৈতিক সামাজিক আর শাসনিক পরিবেশের স্নো বয়েলের শিকার?

যে পরিবেশে ধীরে ধীরে আমাদের সাথে যাচ্ছে সব ভয়ঙ্কর বিচারহীন অপরাধ, সাগর চুরির মত দুর্নীতি আর সত্য মিথ্যা আর ডিলিউশেনাল ফ্যান্টাসির ফারাক। আমাদের কাছে এসবই এমন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে যে আমরা এগুলোকেই নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবেই দেখছি; এবং এগুলোর যে কোনোদিন কোন প্রতিকার বা বিচার বা শাস্তি হবে না, সেটাও কেমন করে জানি আমরা ধীরে ধীরে সব মেনে নিচ্ছি। কদিন একটু কাগজে লেখালেখি, কিছু মন্তব্য প্রতিমন্তব্য, একটা দুটা প্রতিবাদ - তারপর সব ঠাণ্ডা, তারপর যে যার মত সব ম্যানেজ করে ফেলে - আর আমরাও সব সাথে সব মেনে নেই, যেন এটাই স্বাভাবিক, এক অস্বাভাবিক স্বাভাবিক। আমরা যে জাতিগত ভাবে অসুস্থ আর অমানব হয়ে যাচ্ছি তাও কি আমরা বুঝতে পারছি না? আমরা যে আর কিছুদিন পরে মানব সমাজ থাকবো না, তাও কি আমরা বুঝতে পারছি না?

এইতো কদিন আগে দুই কিশোর খেলার ছলে “চল খুন করি” বলে, তাদের এক পরিচিতা আন্টিকে তার দেয়া নাস্তা খেয়ে তারপর, তাকে খুন করলো - এ যেন এক জেনারেশন আগের কিশোরদের দুষ্টিমি করে প্রতিবেশীর বাগানের আম চুরির প্ল্যানের মত। আর বিশ্বজিতির খুনি যুবকেরা নাকি তাকে খুন করার পরে রক্তমাখা হাত মুখ খানিকটা ধুয়ে কি না ধুয়ে তাদের নেতার জন্মদিনের পার্টি করেছে, অত্যন্ত স্বাভাবিক, স্বাভাবিক ভাবে। আমরা বোধহয় এই নৈরাজ্যকর পরিবেশের স্নো বয়েলের প্রভাবে সবাই ধীরে ধীরে মাফিয়াদের মতো বিবেকহীন অনুভূতিহীন নৃশংস খুনি আর ক্রিমিনাল হয়ে উঠছি। সবাই কটা মাফিয়া সিডিকেটে ভাগ হয়ে খুন গুম আর চুরির মহোৎসবে মেতে উঠেছি। আমাদের একমাত্র বিবেচনা - তুই আমার পক্ষ না বিপক্ষ; আর একমাত্র দ্বন্দ্ব - আমি খামু, তুই খাবি না। এগুলো কোন ভয়ঙ্কর এক অস্বাভাবিক স্বাভাবিক সমাজের আলামত আর অশনি সঙ্কেত?

বহু বছর আগে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম কম্বোডিয়ার গৃহযুদ্ধের উপর। তখন সবে মাত্র খেমার-রুজদের উত্থান শুরু হয়েছে, কম্বোডিয়ার ক্ষমতায় তখন আমেরিকার আশীর্বাদ নিয়ে স্বৈরশাসক জেনারেল লন নল। ওই আর্টিকলে লন নল বাহিনীর সাথে খেমার-রুজদের একটা খণ্ড যুদ্ধের পরে তোলা এক লন নল সেনার একটা ছবি ছিল - ছবিতে সেই লন নল সেনা স্মিত হাসি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার ডান হাতে ঝুলছে এক খেমার সৈনিকের কাটা মুণ্ডু, যা থেকে তখনো চুয়ে চুয়ে রক্ত পড়ছে। ছবিটির নিচে ক্যাপশন ছিল: “The most chilling thing in the photograph is not the blood dripping severed head, but the smile on the Lon Nol soldier’s face!” অর্থাৎ, “রক্ত চোয়ানো কাটা মুণ্ডুটা নয়, রক্ত, সৈনিকের স্মিত হাসিটাই (স্বাভাবিক) সবচেয়ে রক্ত হিম করা বিষয়”

সেই রক্ত হিম করা স্মিত হাসি দিয়ে আর আল্লার নাম করতে করতে নির্বিকার চুরি আর লুচামিতে আমাদের অভ্যস্ত করে ফেলেছিলেন স্বৈরশাসক। তারপর আসলো গণতন্ত্র। এখন বাংলাদেশের কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে আমাদের নেতা নেত্রীরা স্মিত হাস্যে অবিরাম খেলেই চলেছেন মিউজিকাল চেয়ার, আর স্বপ্ন দেখিয়ে যাচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশের আর না হয় নতুন বাংলাদেশের। সবই আমাদের সাথে গেছে, সবই বড়ই অস্বাভাবিক স্বাভাবিক। কিছুতেই আমাদের রক্ত হিম হয় না - না বাংলাদেশের কাটা মুণ্ডুতে, না ভয়ঙ্কর স্মিত হাসিতে।

নির্বোধ (nirbodh@gmail.com)

২০ জানুয়ারি ২০১৩